তারিখ ... 05 AUG 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৬ ...

দৈনিক ইত্তেফাক

২০

প্রসঙ্গঃ শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য

আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে দেশ হইতে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য সরকার সাধ্যমত চেষ্টা চালাইতেছেন। কিন্তু সীমিত সম্পদের সাহায্যে সরকারের একার পক্ষে এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন সম্ভব নহে। তাই সরকারকে সহযোগিতা করিবার জন্য বেসরকারী এবং স্বেচ্ছাসেবী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান; যেমন : গণসাহায্য সংস্থা, ব্র্যাক, প্রশিকা তাহাদের শিক্ষা কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কার্যক্রম চালাইয়া যাইতেছে। এসব সংস্থার ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি ও শিক্ষার গুণগতমান উভয়ই আশাব্যঞ্জক। কিন্তু সরকার বিভিন্ন স্কুলে ছাত্র/ছাত্রী উপস্থিতি বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু করিয়াছেন। ইহার ফলে বেসরকারী ও এন,জিও পরিচালিত স্কুলগুলির ছাত্র/ছাত্রীগণ গমের আশায় পার্শ্ববর্তী স্কুলে গিয়া ভিড় জমায়। দেখা যায়, একটি ক্লাসে যেখানে ৪০/৫০ জন ছাত্র/ছাত্রী থাকার কথা সেখানে ৮০/৯০ জন ছাত্র/ছাত্রী লেখাপড়া করিতেছে। তাহাতে শিক্ষকের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাদান করা সম্ভব হইতেছে না। তাহাছাড়া গম বিতরণ নিয়া নানা প্রকার দুর্নীতি এবং অনিয়মের অভিযোগ রহিয়াছে। উপরন্তু গম উত্তোলন এবং বিতরণের জন্য শিক্ষকদের ব্যস্ত থাকার কারণে ঠিকমতো ক্লাস হয় না। এমতাবস্থায় শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যমাত্রার সাফল্য নিয়া প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। এ ব্যাপারে নতুন করিয়া চিন্তা-ভাবনা করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি। বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—সাজিদুর রহমান সবুজ, গণসাহায্য সংস্থা কেন্দুয়া, নেত্রকোনা।